দৈনিক ইনকিলাব

ছাত্রদলের হালচাল-১ সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা

মুহাম্মদ যাকারিয়া ॥ দেশের অন্যতম বৃহৎ ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কার্যক্রম একটানা প্রায় চার মাস যাবৎ বন্ধ রয়েছে। গত ১৭ নভেম্বর ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি স্থগিত ঘোষণার পর থেকে এক সময়ের রাজপথ কাঁপানো ছাত্র সংগঠনটি কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। ছাত্র রাজনীতির গৌরবদীপ্ত ইতিহাসের ধারক-বাহক হিসেবে ছাত্রদলের এ স্থবিরতা এর সাংগঠনিক শক্তিকে একেবারে নিস্তেজ করে দিচ্ছে। ছাত্রদলের অস্তিত্বই এখন হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ছাত্রদলের কতিপয় নেতা-কর্মীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ওপর বিরক্ত হয়ে বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তারপর থেকে দীর্ঘ চার মাসে ছাত্রদলের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি বিএনপি। ফলে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে বিএনপি'র এক সময়ের প্রধান শক্তি ছাত্রদলের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে আজ স্থবিরতা বিরাজ করছে। ছাত্রদলের সাংগঠনিক ভিত ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। সারাদেশে নেতা-কর্মীরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ায়

৫-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

ছাত্রদলের হালচাল-১

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কোথাও সাংগঠনিক কোন তৎপরতা নেই। কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে পদ-প্রত্যাশী ছাড়া অন্যান্যরা ছাত্র রাজনীতি থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিচ্ছেন। পদ-প্রত্যাশীদেরও গ্রুপিং লবিং ছাড়া আর কোন কাজ নেই। বিশেষ করে কমিটি গঠন বিলম্ব ঘটার কারণে ছাত্রদল নেতারা দলীয় কর্মতৎপরতা বাদ দিয়ে বিএনপির প্রভাবশালী নেতাদের সাথে সময় দিচ্ছে। তাদের ধারণা, লবিং করতে পারলেই কমিটিতে স্থান মিলবে। দলীয় তৎপরতার প্রতি ছাত্রদল নেতাদের স্পৃহা দিন দিন লোপ পাচ্ছে। এর পাশাপাশি বিএনপি নেতাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে কেউ কেউ। অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও তদবির নিয়ে ব্যস্ত। ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারে হতাশ হয়ে নেতাদের একটি অংশ যার যার এলাকায় বিএনপির রাজনীতিতে অবস্থান করে নেয়ার চেষ্টা করছে। ছাত্রনেতাদের কারও কারও চাকরির বয়স শেষ হয়ে আসছে। এদিকে ছাত্রদলের ব্যাপারে মূল দলে কোন দিক-নির্দেশনা না থাকায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে তারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে। উপযুক্ত দিক-নির্দেশনা ও দলীয় নেতৃত্বের অভাবে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের একাংশ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ায় তাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, টেন্ডারবাজিসহ নানা অপকর্মের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ আসছে। তৃণমূল পর্যায়ে 'চেইন অব কমান্ড' ভেঙে পড়েছে মারাত্মকভাবে। কেউ কারও কথা শুনছে না। যে যার ইচ্ছামত কাজ করছে। জেলা পর্যায়ে স্থানীয় বিএনপি এখন ছাত্রদলের চালকের ভূমিকায় নেমেছে। নিয়ম বহির্ভূতভাবে মাগুরা, মানিকগঞ্জ, সিলেট ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি জেলা ছাত্রদলের

কমিটি ভেঙ্গে দিয়েছেন স্থানীয় বি
নেতৃবৃন্দ। সারাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়, মহ
ও জেলা শাখার কাজের মধ্যে কোন
নেই। জেলা ও থানা পর্যায়ে বি
কার্যক্রমে অংশ নেয়ার মধ্যেই সী
রয়েছে ছাত্রদলের কার্যক্রম। এ অ
স্বাভাবিকভাবেই নেতা-কর্মীরা হতাশ
সংগঠনের দায়িত্বশীলদের ওপর
ইতিপূর্বে ২০০০ সালে দীর্ঘ ৬
ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত থাকার
সংগঠনে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল
সংগঠনের সকল স্তরে নেতিবাচক
ফেলেছিল। অথচ আজ থেকে ২
আগে ১৯৭৯ সালের ১ জানুয়ারী
প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ছাত্রদল
করার পর বহু চড়াই-উৎরাই ঘাত-প্র
পেরিয়ে দেশের অন্যতম বৃহৎ ছাত্র
পরিণত হয়। আপামর ছাত্রদের মা
ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। র
আন্দোলন-সংগ্রাম করতে গিয়ে
হারিয়েছে পাচ শতাধিক নেতা-কর্মী।
বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদল ছাত্র রা
ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিক
করে। সেই আন্দোলনে ছাত্রদলে
ছিল আপোষহীন ও সাহসী। বিগত
লীগ আমলেও রাষ্ট্রীয় বাধা-বিপ
ছাত্রদল রাজপথে দুঃশাসন বিরে
আন্দোলন গড়ে তুলে।

'৯০তে ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল
আমান-খোকন-আলম পরিষদ
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথমব
পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করে
বিশ্ববিদ্যালয়সহ অধিকাংশ শিক্ষা
ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদল
সিংহভাগ ক্ষেত্রে জয়ী হয়েছে